বিজয়া মুখোপাধ্যায়

শাড়িতে বসে মথ

বিশাল নিমগাছ, সেগুনমঞ্জরি
পাতারা ঢাকে পথ তোমারই জন্য
কাঠবেড়ালি পোষা, এগিয়ে ছোটে আগে
তোমার আশাতেই, তুমি অনন্য।

কেন যে দেরি হয়, ভেতরে জাগে ত্রাস
তবে কি তুমি কোনও বাধায় আটকালে
কী করে জানা যাবে, অচেনা দূরগামী
এপথে মাইলস্টোন দেখি না কেন আর!

বিকেলে শীতরোদে অল্প - ভেজা চুল
ছড়িয়ে একা বসি, দৃষ্টি ভেসে যায়
হাওয়ারা ফেলে পাতা, ঠান্ডা টুপ টাপ
তোমার দেখা নেই, গাছেরও মুখ ভার।

পারদ নামে দ্রুত, শিশুরা ঘরে ফেরে
এখন আমি একা, সামনে দূর পথ
কিছুটা হবে দেরি, গন্ধে টের পাই
শিরীষ নাড়ে মাথা... স্বপ্ন তুমি নাও।

আশায় নিরাশায় বিপুল ওঠানামা
হৃদয়ও উত্তাল, শাড়িতে বসে মথ।
আসো বা না-ই আসো, বিভাগে পেয়ে যাই
তোমার স্বরলিপি - এখন সন্ধ্যা।

লোভ ছিলো

অঞ্জনা সাহা

লোভ ছিলো কি তোমার শুধু,
লোভ ছিলো না আমার?
ইচ্ছে ছিলো মধ্যহ্রদের
অতল জলে নামার।

পীযুষ রাউত

খোঁজ

খোঁজার শুরু হয়েছিল সেই কবে
ক্লাস এইটে পড়ার বিপজ্জনক বয়সে। তারাপুরে,
আমাদের ভাড়াটে ঘরের ইস্কুল বালিকা নার্গিস হতে পারে তুমি আমার
প্রথম খোঁজ। স্মৃতি অনেকসময় মিথ্যে কথা বলে। আবার নাও হতে পারে।

পাশের বাড়ি বাল্যবন্ধু রানার ছোটমাসি সন্ধ্যারানীর মুখেও
তোমাকে খুঁজেছি। এবারে ও ভুল অন্বেষণ।

রোজকান্দি চা বাগানের সুরকি ছড়ানো প্রান্তর একলা পথে
তোমাকে দেখেছি
পুরো শীত গ্রীষ্মের একটি বছর। তৃষিত চক্ষু বৃথাই খুঁজেছিল, বৃথাই।

এলেনপুর চা-বাগানের পাঁড় মাতাল টিলাবাবুর নিঃসঙ্গ আগাছা-নন্দিত
কোয়ার্টারের রহস্যময়তায়, তার মোহন সংসারে খুঁজেছি তোমাকে।
তুমি ছিলে না তো! নাকি ছিলে?

রাজ্যান্তরে ভোরের ভ্রমণে, কলেজের পথে, চাঁদকে সাক্ষী রেখে
নির্জনের মেঠো পথে তোমাকে খুঁজেছি কত কতদিন। পাইনি।

দূরাগতা সেই কালো মায়াবিনীর মুখে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে
লাবক পেরিয়ে লক্ষীপুর অবধি ছুটে গেছে দুরন্ত দুর্বার চোখ।

দেখতে দেখতে পশ্চিমের মাঠে ঢলে পড়ল বিষণ্ণ সূর্য। অদূরেই
শেষ রজনীর বিজ্ঞাপন। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষ
খোঁজামাত্র সার। তোমাকে পাওয়া গেল না।
কোথাও, কোনো পৃথিবীতে।

সৈয়দ কওসর জামাল
কবিতা পাঠক

ব্যর্থ কবিতার মতো মনে হয় লিখেছি তোমাকে
ভুল ছন্দ অন্তমিল দ্যোতনাবিহীন ম্লান শব্দ, তবু পড়ি
এক একটা লাইন কেটে দিতে ইচ্ছে করে, অন্য শব্দ দিই
পুনর্লিখনের সাধ হয় খুব, অথচ পারিনা
আবার তোমাকে আমি তোমার কাছেই পৌঁছে দিই
আসলে অমিত ণত্বষত্বহীন বলে তুলে আনতে চাই শরীরমগ্নতা
জলপিপির মতো একা শেওলার গন্ধ খুঁজি তোমার ভিতরে
প্রতিটি চুম্বনে এই মাদকতা খনিজ গন্ধের মতো কটূ ভারবাহী
ক্রমশ এ ডুবুরি জীবন খুবই সন্দেহ প্রবণ হয়ে ওঠে
অমোঘ লাইন খুজে পেতে হত্যে দিই এই শরীরের কাছে
ওষ্ঠলিপি পড়ি, ভাবি এ মুদ্রাদোষ চেনা মনে হয়, আসলে আমারই
এই কথা অর্থহীন, এই কাব্য পুনরুক্তিময়, ভ্রান্ত, তবু তা অনন্তকাল
বেঁচে থাকে, আর মাথার ভিতরে ক্রমাগত বলে ব্যর্থ ব্যর্থ!
মনে হয় পাহাড়ের সমর্থ গা থেকে কেউ খুলে নিচ্ছে
অলঙ্কারের মতো তার পাথরগুলোকে, আর একইভাবে আমিও তোমাকে
এগিয়ে দিয়েছি একটু একটু করে কর্কশ উপমাহীন নিরাভরণের কাছে
বুঝিনি লুপ্তউপমার মতো তুমি, উন্মোচনে সবটাই খোলে না
একের পর এক উল্টে যাচ্ছি পাতা, একটিও লাইন
ধরা দিতে চায় না আজ, অক্ষম পাঠক হয়ে আমি চেয়ে আছি
তোমার মুখের দিকে..

দাম্পত্য
প্রমোদ বসু

আমরা দুজনে কপোত-কপোতী হ'লে,
বাড়িতে বাঁধবো খড়কুটো দিয়ে বাসা।
আমরা দুজনে কল-কল্লোলে তবে
দুজনে জাগাবো দুজনের ভালোবাসা।

আমাদের কথা জানাজানি হবে খুব,
বকম্-বকম্ স্বরে যে মাতবে বাড়ি।
বলো তো, আমরা একবার জীবনের
কপোত-কপোতী কিভাবে যে হ'তে পারি!

মেঘে-রোদ্দুরে ভাসাবে তোমার ডানা,
আমি ঘুরে-ঘুরে খাদ্য আনবো ঘরে।
বৃষ্টিতে তুমি কাঁপবে দারুণ, তোমার
আদর ঝরবে মন-উচাটন স্বরে।

পারিখ পালকে ভালবাসা-বাসি খেলা
এসো, আজ খেলি একেলা জগৎ ভুলে।
আমাদের কথা আগামী মানুষ এসে
নেবে না কি তার ওষ্ঠে আদরে তুলে?

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা
অরুণাভ সরকার

অনিচ্ছার সহবাস শেষ হলে নারী
স্নানঘরে যায়
গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি
প্রতি লোমকূপে, আপাদমাথায়
ঢালে ঝর্নার হীরক
তাতে কর্ণমূল, পিঠ, নিতম্বের ত্বক
সব ধোয়া। কার্মাতের রাগ-অনুরাগ
ঠোঁটে তার চুম্বনের দাগ
দাঁতের স্বাক্ষর দুই স্তনে
কিছুই চায় না নারী
চায় খুব তাড়াতাড়ি
সব ধুয়ে যাক, সব, শরীরে ও মনে।

পৃথিবী এক্ষুণি সেই ধারাস্নান চায়
চায় জল, চায় বৃষ্টি-মুষলধারায়।

তুমি সুন্দর থাকো
অরুণ কুমার চক্রবর্তী

এই তো সেদিন শান্ত নরম ভোর
শ্বেতময়ূরীর ডানা ঝম্‌ঝম্ দোলা
পায়ে পায়ে ঘোরে গানকবিতার সুর
আমারই জন্য তুমি সুন্দর থাকো

মাটিতে এলানো ছায়াছায়া আল্পনা
এখানে কেন যে পিছুটান নিয়ে আসো
একটি দিনের জন্যে ছুটি কি নেই
তুমি সুন্দর চিরসুন্দর থাকো

সারা রাত জাগা ঘুম নিয়ে গেছে ট্রেন
শ্বেতময়ূরীর পেখমে ভেঙেছে রাত
আমি যে তাকেই চোখ দিয়ে দিয়ে ছুঁই
শাদা ডানা দুটি রোদ্দুরে মেলে থাকে।

মনোসহবাসে কবিতার মায়া নদী
বোশেখ পঁচিশে রবিঠাকুরের সাঁকো
সেদিন বাগান ভারতীয় তপোবন্ধ
সাঁকো পার হই তুমি সুন্দর থাকো

মনে করো দূর ছায়াপথ এলো ঘরে
তারার কুসুম ফুটে আছে ঘরময়